মেহেরপুর শহর জুড়ে বিদ্যুতের মরণ ফাঁদ! বিদ্যুৎ বিভাগ উদাসীন

বিপদজনক উচ্ছতায় যত্রতত্র বিদ্যুতের খোলা তার যেনো মেহেরপুরে শহর জুড়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

বিদ্যুৎবাহি ওভারহেড তার একেবারেই খোলা। অত্যন্ত জনবহল এলাকায় বাড়ির ছাঁদ বা জানালায় বা বেলকুনির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে খোলা তার।সেই তারের মাঝেই বিপদজনকভাবে বসবাস করার পাশাপাশি বাড়ি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন শহরবাসি।

তবে, শুধু ওভারহেড তারের ক্ষেত্রেই বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটি নয়, বিদ্যুৎ দপ্তরের উদাসীনতা চোখে পড়ছে শহরের প্রতিটি রাস্তাতে।

রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুটি, ট্রান্সমিটারসহ নানা বিষয়গুলি বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েও কোনো সুরাহা পাচ্ছেনা শহরবাসি।মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া এলাকার চুলকানির মোড় নামক স্থানে গিয়ে চোখে পড়বে বিদ্যুতের বিপদজনক অবস্থা।

ডিলারশীপ ব্যবসায়ী আলেয়া স্টোরের মালিক মহব্বত আলী বলেন, আমি চুলকানির মোড়ে বাড়ি নির্মাণ করছি। দোতালার বেলকুনির মাঝখান দিয়ে বিদ্যুতের ৩৩ হাজার ভোল্টেজের তার চলে গেছে। কয়েকদিন আগে আমি বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করি। কিন্তু কোনো ফয়সালা পাইনি।তারা তার সরানোর জন্য কিছু টাকাও দাবী করেছিল। আমি দিতেও চেয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি।নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে রাজু আহম্মেদ নামের একজন নির্মাণ শ্রমিককে বিদ্যুতে টেনে নেয়। পরে বাঁশ দিয়ে তাকে সেখান থেকে ছুড়ানো হয়। কোনো মতে প্রাণে বাচে ওই নির্মাণ শ্রমিক।তিনি বলেন আমি বিদ্যুতের তারের কারণে চরম আতংকের মধ্যে আছি। আমার বাড়ি নির্মাণ হলেও শুধুমাত্র বিদ্যুতের ঝুকির কারণে সেখানে বসবাস করা আমার জন্য কঠিণ হয়ে দাড়াবে।

একটু এগিয়ে গিয়েই চোখে পড়বে ডাক্তার আখতারুজ্জামানের দোতালা বাড়িটি। বাড়ির বেলকুনির সাথেই লেগে আছে বিদ্যুতের তার। এসএস

টাকা দিলে পোল সরিয়ে নিতে চান এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ লাইনে কারোর কোনো সমস্যা হলে তারা অফিসিয়াল ভাবে আবেদন করবেন। আমরা সেটা তদন্ত করে খুলনাতে পাঠায়। তারপর সেখান থেকে খরচ খরচা বা অন্যান্য বিষয়গুলো জানানো হয়। আনঅফিসিয়ালী কোনো টাকা পয়সার বিষয় কোনো ব্যক্তির কাছে আমরা বলিনা। কেউ বলে থাকলে সেটা তাদের বিষয়। এসব কথার কোনো বেইজ নেই।